গাংনী পৌরসভায় ড্রেন নির্মান কাজের মালামাল রাস্তায়,অপসারণ দাবীতে মানববন্ধন

পৌরসভার পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মান কাজ চলছে। আর একাজে ব্যাবহৃত ইট,বালি ও পাথর প্রধান সড়কে রাখার কারনে প্রতিনিয়ত ঘটছে ছোট বড় দুর্ঘটনা। রাস্তার কোল ঘেঁসে পাথর রাখায় পাথরে পিছলে ইতোমধ্যে প্রাণহানীরও ঘটনা ঘটেছে পৌর এলাকায়। তবুও দৃষ্টিপাত না করে দেদারছে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান। এনিয়ে ফুঁসে উঠেছেন স্থানীয় পৌরবাসীসহ পথচারিরা। রাস্তা থেকে দ্রত পাথরসহ সব মালামাল অপসারণের দাবীতে ইতোমধ্যে মানবন্ধন করেছে স্থানীয়রা।

জানাগেছে, বেশ কিছুদিন যাবৎ গাংনী পৌরসভায় পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ কাজ শুরু হয়। একাজের দায়িত্বপান কুষ্টিয়ার ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান মেসার্স রোমানা এন্টারপ্রাইজ। কাজ দেখভালের দায়িত্বে রয়েছে গাংনী পৌরসভার প্রকৌশলী।

জনগুরুত্বপুর্ণ স্থান ও যান চলাচলে বিগ্নীত হয় এমন স্থানে নির্মাণ সামগ্রি না রাখার নিয়ম থাকলেও ঠিকাদার তার খেয়াল খুশিতে প্রধান সড়কেই রেখেছেন ড্রেন নির্মাণ কাজের মালামাল। যা নিয়ে পৌর নাগরিক সহ বিভিন্ন মহলে সমালোচিত হচ্ছে।

চলমান কাজের জন্য গাংনী পৌর এলকার জনগুরুত্বপুর্ণ রাস্তা মেহেরপুর কুষ্টিয়া সড়ক। এ সড়কের একেবারে কোল ঘেঁসে রাখা হয়েছে ইট,বালি ও পাথর। যা বিভিন্ন যান চলাচল চরমভাবে বিগ্নিত হচ্ছে। রাস্তার সাথে পাথর ও বালি রাখার কারনে প্রতিনিয়ত ঘটছে ছোটবড় দুর্ঘটনা। এমনকি পাথরে পিছলে আতিয়ার রহমান নামের এক পৌর নাগরিকের ট্রাক চাপায় মৃত্যু হয়েছে। তার মৃত্যুকে ঠিাকাদারের অবহেলা ও যত্রতত্র মালামাল রাখাকেই দায়ি করছেন বিভিন্ন মহল। এমন দুর্ঘটনা ঘটলেও ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান বিষয়টি গুরুত্ব না দিয়ে তার খেয়াল খুশিমত চালিয়ে যাচ্ছেন কাজ। জীবনের ঝুকি নিয়েই চলাচল করছে বিভিন্ন মোটরসাইকেল,ভ্যানসহ বিভিন্ন যানবাহন। পৌর সভার মধ্যে ◌্এমন ঘটনা ঘটল্েও দেখছেনা পৌর কর্তপক্ষ।

অবশেষে মানুষ অতিষ্ট হয়ে মানববন্ধন করেছে। মালামাল নিরাপদে

রাখুন, রাস্তা পরিষ্কার করুন, আমরা সবাই বাঁচতে চাই-এই স্লোগানে মেহেরপুরের গাংনী পূর্ব ও পশ্চিম মালসাদহের দ’◌ুটি পৃথক পৃথক স্থানে মানববন্ধন করা হয়েছে। মানববন্ধনে ঠিকাদার সহ কতৃপক্ষের অবহেলায় দিনমজুর আতিয়ার হোসেনের মৃত্যুর কারনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল শুক্রবার বাদ জুম্মা এলাকাবাসীর উদ্যোগে মেহেরপুর – কুষ্টিয়া প্রধান সড়কে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন, আনোয়ার হোসেন, মাহমুদউল্লাহ, সবুজ সহ গ্রামবাসীরা। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন,ঠিকাদার সহ পৌর কর্তৃপক্ষের অবহেলায় অবকাঠামো উন্নয়নের মালামাল জনগুরুত্বপুর্ণ রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখার কারনে দিনমজুর আতিয়ার রহমানের মৃত্যু হয়েছে। শুধু তদাই নয়,বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে। রাস্তা থেকে দ্রত ইটবালি ও খোয়া অপসারণের দাবী জানান মানববন্ধনে অংশ গ্রহনকারিরা।

জুগিন্দা গ্রামের ভ্যান চালক জাহিদ জানান, আমি রোগী নিয়ে গাংনী হাসপাতালে এসেছিলাম। পাশে সাইড নেয়ার জায়গা না থাকায় বাসের ধাক্কা লাগে। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেছি।

ঊাশবড়িয়া গ্রামের আব্দুল মোটর সাইকেল চালক আব্দুল মতিন জানান, রাস্তার সাথে পাথর রাখা হয়েছে। এ পাথর রাস্তায় পড়েছে। আমাদেও মোটরসাইকেল চালাতে হচ্ছে জীবনের ঝুকি নিয়ে।

কাষ্টদাহ গ্রামের আজিুল হক বলেন,কিছু কিছু জায়গায় পাথর ও বালি রাস্তায় চলে আসার কারনে আমরা সাইড নিতে পারছিনা। গুলো দ্রত অপসারণ করা উচিৎ। তা নাহলে আতিয়ার রহমানের মত অনেক কেই প্রাণ হারাতে হবে।

পৌরসভার ওয়ার্ক এ্যাসিস্টেন তানভীর রানা বলেন, আমরা কাজ দেখভাল করার দায়িত্বে রয়েছি। তবে মানুষের অসুবিধা হলে পাথর ও অন্যান্য মালামাল অপসারণ করা হবে।

মেহেরপুরে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

মেহেরপুরে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

শুক্রবার বিকেলে মেহেরপুর বড়বাজার জেলা বিএনপির কার্যালয়ে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

জেলা যুবদলের সদস্য এবং জিয়া মঞ্চের সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনির সঞ্চালনায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক লিটনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর খাঁন ছাতু, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আনিসুর রহমান লাভলু, জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক, সদর থানা যুবদলের সাবেক সভাপতি হাসিবুজ্জামান স্বপন, জেলা জিয়া প্রজন্মের সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহমুদ সানি, যুব নেতা আশরাফুল ইসলাম বাচ্চু, সাবেক ছাত্রনেতা হাসানুর রহমান বিট্টু সহ জেলা ও উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের বিভিন্ন নেতা কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কাজী নজরুল ইসলামের জন্মতিথি উদযাপনে মেহেরপুরে বাংলা

একাডেমীর মহাপরিচালক

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৪ তম জন্ম তিথি উৎযাপন উপলক্ষে মেহেরপুর নজরুল একাডেমির উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার ২২ সেপ্টেম্বর রাতে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনাতনে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মোহাম্মদ নুরুল হুদা তার বক্তব্যে বলেন,’কাজী নজরুল ইসলামের বল বীর, বল উন্নত মম শির কবিতাকে যিনি অন্তরে ধারন করেছিলেন তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণে আমি নিজে শুনেছিলাম বল বীর বল উন্নত মম শিরের ভাবার্থ যা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার ভাষণে বলেছিলেন যারা বিদেশ থেকে এসে দেশ দখল করেছে, যারা হানাদার তাদের কে তাড়াতে হবে।’

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য, কবিতা ও গান নিয়ে বিশদ আলোচনার পাশাপাশি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের রসবোধ নিয়েও আলোচনা করেন। এছাড়াও প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক মেহেরপুর শিল্পকলা একাডেমিতে এসেছেন এটা মেহেরপুর বাসির জন্য অত্যন্ত গর্বের ও আনন্দের।’

মেহেরপুর নজরুল একাডেমীর সভাপতি ড.গাজী রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক মোহাম্মদ নুরুল হুদা। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম, বাংলা একাডেমীর পরিচালক ড.আমিনুর রহমান, কথা সাহিত্যিক রফিকুর রশিদ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড.বাকী বিল্লাহ বিকুল, অধ্যাপক ড. ইয়াসমিন আরা সাথী, মেহেরপুর সরকারি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল আমিন।

এনটিভির উদ্দীপনামূলক পুরস্কার পেলেন রেজ আন উল বাসার তাপস

দ্রুততম সময়ে মিলিয়ন ভিউয়ের মাইলফলক অর্জন করা ভিডিও বিবেচনায় উদ্দীপনামূলক পুরস্কার পেয়েছেন এনটিভির মেহেরপুরের রেজ আন উল বাসার তাপস।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে এনটিভির প্রধান কার্যালয়ে রেজ আন উল বাসার তাপসসহ পুরস্কার প্রাপ্তদের হাতে নগদ অর্থ তুলে দেওয়া হয়। এনটিভির পরিচালক আলহাজ্ব নুরুদ্দীন আহমেদ ও মো. আশফাক উদ্দিন আহমেদ প্রত্যেক কর্মীর হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন।

এ সময় অনলাইনে যুক্ত ছিলেন এনটিভির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলহাজ্ব মোহাম্মদ মোসাদ্দেক আলী ও তাঁর কন্যা রোজা আলী সামাভিয়া। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এনটিভির সব বিভাগের প্রধান ও দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সময়ের সাথে আগামীর পথে’ বস্তুনিষ্ঠ তথ্যবহুল সংবাদ তুলে ধরার পাশাপাশি দ্রুত সময়ে তা জনসাধারণের আরও কাছে পৌঁছে দিতে কাজ করছে দর্শকনন্দিত বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এনটিভি। এরই মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্যতায় পৌঁছেছে এর ফেসবুকে পেজ, ছুঁয়েছে দুই কোটির বেশি মানুষের হৃদয়। শুধু সংবাদই না, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বিশেষ মুহূর্তের ভিডিও দর্শকের মন জয় করে হচ্ছে ভাইরাল। ডিজিটাল প্লাটফর্মে মুগ্ধতা ছড়িয়ে যাদের ভিডিওচিত্র অধিক ভাইরাল হচ্ছে, তাদের উৎসাহ বাড়িয়ে দিতে উদ্দীপনামূলক পুরস্কার দিচ্ছে জনপ্রিয় টেলিভিশন চ্যানেলটি। তারই ধারাবাহিকতায় এনটিভির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলহাজ্ব মোহাম্মদ মোসাদ্দেক আলীর নির্দেশনায় এবার ৩৪ জন পেলেন এই পুরস্কার।

মেহেরপুরে মানবপাচারের অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদন্ড, ১৪ লাখ টাকা জরিমানা

মেহেরপুরে মানবপাচারের অপরাধে মাসুদ রানা নামের এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মানবপাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক তোহিদুল ইসলাম এ আদেশ দেন। মেহেরপুরে মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল গঠনের পর এটাই প্রথম রায়।

একই সঙ্গে দণ্ডিত ব্যক্তি ১৪ লাখ টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরো দুই বছরের কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে।

দণ্ডপ্রাপ্ত মাসুদ রানা যশোর জেলার অভয়নগর থানার ধোপাদী নতুন বাজার এলাকার নজরুল ইসলামের ছেলে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ২০১৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বর মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান গ্রামের আলী আকবর মীর মানবপাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালে মাসুদ রানাসহ চার জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। মামলায় তিনি অভিযোগ করে মাসুদ রানাসহ চারজন যোগসাজশে তার ছেলে সাইদুর রহমানকে লিবিয়া পাচার করে। মামলাটি আমলে নিয়ে আাদালত মুজিবনগর থানাকে এজাহার ভুক্ত করতে আদেশ দেন। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দীর্ঘ তদন্ত শেষে মাসুদ রানাকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। বাকি তিনজনকে অভিযোগপত্র থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়। মামলা পর থেকে আসামী মাসুদ রানা পলাতক রয়েছেন। মামলার দীর্ঘ শুনানি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করে আদালত মাসুদ রানাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ১৪ লাখ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করেন অনাদায়ে আরো দুই বছরের কারাদণ্ডাদেশ দেন।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর আসাদুজ্জামান আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

মুজিবনগরে গণিত মাস্টার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে প্রতিযোগিতা ভিত্তিক শিক্ষার আলোকে গণিত মাস্টার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গুডনেইবারর্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিসের আয়োজনে বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার সময় সিডিপি এর বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিস প্রাঙ্গনে উপজেলার ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীর ১০০জন শিক্ষার্থী এই গণিত মাস্টার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

দুই ঘন্টা ব্যাপী পরীক্ষা শেষে খাতা মূল্যায়ন শেষে দুপুর ৩ টার দিকে একশ জনের ভিতরে প্রথম পাঁচজনকে গণিত মাস্টার হিসাবে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

গনিত মাস্টার হিসেবে প্রথম স্থান অধিকার করেছে বাগোয়ান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র কাজী শাহজাদ বারি।

গনিত মাস্টার প্রতিযোগিতায় দশটি স্কুলের ১০ জন গণিত শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন, প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ আলাউদ্দিন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বল্লভপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক শতদল মল্লিক, গুডনেইবার্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার রিফাত আল মাহমুদ, এডমিন অফিসার অশোক মালাকার এবং গুডনেইবাস্ এর মেডিকেল অফিস অফিসার শুভ কুমার সহ গুডনেইবার্স এর কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ।

মেহেরপুরে সাবেক এমপি প্রফেসর

আব্দুল মান্নানের জন্মবার্ষিকী উদযাপন

মেহেরপুরে সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নানের ৭৯ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে কেক কাটা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে প্রফেসর আব্দুল মান্নানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে কেক কাটা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আ.খ.ম ইমতিয়াজ জুয়েল, সাবেক যুবলীগ নেতা হুমায়ূন কবির বাবু, সাবেক ছাত্রনেতা খালেদুজ্জামান খাঁন ডালিম, শহর আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি ইয়ারুল ইসলাম, শহর আওয়ামীলীগের সদস্য মিরাজুল ইসলাম, থানা শ্রমিকলীগ সভাপতি সাজেদুর রহমান সাজু, সাবেক যুবলীগ নেতা সাইদুর রহমান,ওয়ার্ড যুবলীগের সম্পাদক সুজা উদ্দিন খোকন, হরিরামপুর যুব উন্নয়ন সমিতির সভাপতি সেলিম রেজা, সাধারণ সম্পাদক নয়ন আহামেদ , রবিউল ইসলাম, আনোয়ার হোসেন রাজু, শেখ কায়সার হামিদ বুলবুল, রাকিবুল ইসলাম, ইকবাল হোসেন, বকুল আহামেদ, সাবেক যুবলীগ নেতা রকিবুল ইসলাম বাবু ,আব্বাস উদ্দিন, মিনহাজুল ইসলাম, জিয়াউর রহমান সহ সমর্থক, শুভাকাঙ্ক্ষী বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলামের গণসংযোগ ও পথসভা

মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলামের গণসংযোগ ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২১ সেপ্টেম্বর) বিকালে মেহেরপুর ৮ নম্বর ওয়ার্ডে

গনসংযোগ ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। পথসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম।

প্রধানমন্ত্রীর অর্জিত নব উদ্দিপনার স্মার্ট বাংলাদেশ শীর্ষক পথসভায় বক্তব্য রাখেন, দুই নাম্বার ওয়ার্ড কাউন্সিলর আল মামুন,আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুর রেজা,জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি শোভন সরকার, সাবেক যুবলীগ সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদুল আলমসহ আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতারা। গণসংযোগ কালে অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম বর্তমান সরকারের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সকলকে নৌকার পক্ষে কাজ করার আহবান জানান।

মেহেরপুরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুভ সংঘের বৃক্ষ রোপন

বসুন্ধরা-শুভসংঘ মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে মেহেরপুরের কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির মধ্যে শুভ সংঘের সদস্যরা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে স্কুল প্রাঙ্গনে বাতাবি, পেয়ারা, দেশি আতা, কদমসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপন কর্মসূচী পালন করে। ধারাবাহিকভাবে মেহেরপুরের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গাছের চারা রোপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বৃক্ষরোপনকালে কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের প্রধান শিক্ষক সানজিদা খাতুন, সহকারী প্রধান শিক্ষক এনামুল হক, কালের কণ্ঠ মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন, বসুন্ধরা শুভ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি সহকারী অধ্যাপক নুরুল আহমেদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আল ইকরাম সোহাগ, সহসভাপতি রফিকুল ইসলাম বকুল, সাংগঠনিক সম্পাদক আল মাসুম শেখ, কোষাধাক্ষ আসিফ ইকবাল শুভ, হাসানুজ্জামান, সদস্য আরিফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

শুভসংঘের সভাপতি সহকারী অধ্যাপক নুর ইসলাম বলেন, ‘প্রাকৃতিক ভারসম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণের বিকল্প নেই। দেশের সর্ববৃহৎ শিল্প গোষ্ঠি বসুন্ধরা গ্রুপ সমাজের উন্নয়নে অনেক কর্মসূচি পালন করে থাকে। বসুন্ধরা-শুভ সংঘ অনেক সামাজিক কাজ করে থাকে, তারই অংশ হিসেবে আজকের এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। অমরা মেহেরপুরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃক্ষরোপণের চেষ্টা করব। আমি বসুন্ধরা গ্রুপ
- শুভসঙ্গ এবং এখানে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি’।

কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের সহকারী প্রধান শিক্ষক এনামুল হক বলেন, ‘বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির জন্য বসুন্ধরা-শুভসংঘর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। এ ধরনের কর্মসূচিতে তিনিও সম্পৃক্ত থাকতে চান।

প্রধান শিক্ষক সানজিদা ইসলাম বলেন, ‘বসুন্ধরা-শুভসংঘ আজ আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচির আয়োজন করেছে তার জন্য আমি খুবই আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ। আমরা সবাই জানি ববৃক্ষরোপণের বিকল্প নেই। এটি শুধু সামাজিক দায়বদ্ধতাই না, এটা এক ধরনের সদকায়ে জারিয়া। আমি আশা করছি শুভসংঘ ভবিষ্যতেও এধরনের কর্মসূচি অব্যহত রাখবে।’

মেহেরপুর সড়ক ও জনপদ বিভাগে কাজ না করে টাকা উত্তোলনের অভিযোগ

মেহেরপুরে সড়ক ও জনপদ বিভাগের স্টাফ কোয়ার্টারের সংস্কার কাজ না করেই ঠিকাদার ও কর্মকর্তাদের যোগসাজশে সংস্কার বিল উত্তোলন করে ভাগ বাটোয়ারার অভিযোগ উঠেছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে মেহেরপুর সড়ক ও জনপদ অফিসের স্টাফ কোয়ার্টার সংস্কারের একটি ই- টেন্ডারে (e-GP/LTM/MERD/31/2022-23) ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে স্টাফ কোয়াটারের ভিতর ও বাইরের সংস্কার কাজের দায়িত্ব পান জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর ছোট ভাই ঠিকাদার শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল।

৮১৯৯৭৮ নম্বর টেন্ডার আইডিতে কার্যতালিকায় দেখা যায় ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার কাজের মধ্যে রয়েছে স্টাফ কোয়ার্টারের ভিতর ও বাহিরের দেওয়ালের মেরামত, বৈদুতিক লাইনের মেরামত, প্লাম্বিং, সীমানা প্রাচীর এবং সড়ক ও জনপদের অফিসসহ স্টাফ কোয়ার্টারের রং করার কাজ। কিন্তু ঠিকাদার শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল, সড়ক ও জনপদ বিভাগের এসও সাব্বির হোসেন এবং এসডিই মিজানুর রহমান পারস্পরিক যোগসাজশে কোন ধরনের সংস্কার কাজ না করেই জুন মাসে সমূদয় কাজের টাকা উত্তোলন করে নিয়েছেন।

এ বিষয়টি নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন অনুসন্ধান শুরু করলে সম্প্রতি দায়সারাভাবে লোক কাজ শুরু করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে মেহেরপুর সড়ক ও জনপদ বিভাগের এসও সাব্বির হোসেনের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন ট্রেনিংয়ে ঢাকাতে আছেন। এসডিই মিজানুর রহমানের কাছে ঠিকাদার কাজ না করে অর্থ কিভাবে উত্তোলন করল এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘ঠিকাদারকে টাকা দেওয়া হয়নি আমরা টাকা উঠিয়ে রেখে দিয়েছি, অন্যথায় জুন মাস শেষে টাকা ফেরত যেত এবং অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যেত। ‘ কিন্তু এভাবে টাকা উঠিয়ে রাখার কোন সরকারি বিধান আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি কোনো উত্তর দেননি।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর ছোট ভাই ঠিকাদার শহীদ সফরাজ হোসেন মৃদুলের সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

অনুরূপভাবে ৭৮৩২৩৭ নম্বর ওয়ার্ক অর্ডারে দেখা যায় ১৯৯৫৭৯.৯৮(এক লক্ষ নিরানব্বই হাজার পাঁচশত উনআশি) টাকা ব্যয়ে সড়ক ও জনপদ অফিসের গ্যারেজের সংস্কার ও রং করার কাজ। অভিযোগ এখানেও কোন কাজ না করেই ভূয়া বিলের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করে নেওয়া হয়েছে। সরেজমিনে যেয়েও কোন কাজের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। কাজটির ঠিকাদার সম্পর্কে জানতে বারবার এসও সাব্বির হোসেন এবং এসডিই মিজানুর রহমানের সাথে যোগাযোগ করলেও তারা এই সম্পর্কিত কোন তথ্য দেননি। এই দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে রয়েছে দুর্নীতির বিস্তর অভিযোগ।